শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত

আবির্ভাব খণ্ড

মঙ্গলাচরণ

হরিচাঁদ চরিত্রসুধা প্রেমের ভাণ্ডার।
আদি অন্ত নাহি যার কলিতে প্রচার।।
সত্য ত্রেতা দ্বাপরের শেষ হয় কলি।
ধন্য কলিযুগ কহে বৈষ্ণব সকলি।।
তিন যুগ পরে কলি যুগ এ কনিষ্ঠ।
কনিষ্ঠ হইয়া হৈল সর্বযুগ শ্রেষ্ঠ।।
এই কলিকালে শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার।
বর্ত্তমান ক্ষেত্রে দারুব্রহ্মরূপ আর।।
যে যাহারে ভক্তি করে সে তার ঈশ্বর।
ভক্তিযোগে সেই তার স্বয়ং অবতার।।
হয়গ্রীব অবতার কপিলাবতার।
অষ্টবিংশ অবতার পুরাণে প্রচার।।
মৎস্য কুর্ম বরাহ বামন নরহরি।
ভৃগুরাম রঘুরাম রাম অবতরি।।
ঈশ্বরের অংশকলা সব অবতার।
প্রথম পুরুষ অবতার রঘুবর।।
নন্দের নন্দন হ'ল গোলোকের নাথ।
সংকর্ষণ রাম অবতার তাঁর সাথ।।
সব ঈশ্বরের অংশ পুরাণে নিরখি।
বর্ত্তমান দারুব্রহ্ম অবতার কল্কি।।
সব অবতার হ'তে রাম দয়াময়।
দারুব্রহ্ম দয়াময় কৃষ্ণ দয়াময়।।
পূর্ণব্রহ্ম পূর্ণানন্দ নন্দের নন্দন।
সেই নন্দসূত হল শচীর নন্দন।।
যে কালে জন্মিল কৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম নয়।
পূর্ণ হল যে কালে পড়িল যমুনায়।।
শচী-গর্ভে জন্ম লয়ে না ছিলেন পূর্ণ।
দীক্ষা প্রাপ্তে পূর্ণ নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।।
তখন হইয়া পূর্ণ সন্ন্যাস করিলে।
আট্‌চল্লিশ বর্ষ পরে মিশিলা উৎকলে।।
সকল হরণ করে তাঁরে বলি হরি।
রাম-হরি কৃষ্ণ-হরি শ্রীগৌরাঙ্গ-হরি।।
প্রেমদাতা নিত্যানন্দ তাঁর সমিভ্যরে।
হরিকে হরয় সেই হরিভক্ত-দ্বারে।।
নিত্যানন্দ হরি কৃষ্ণ হরি গৌরহরি।
হরিচাঁদ আসল-হরি পূর্ণানন্দ হরি।।
এই হরিচাঁদ-লীলা সুধার সাগর।
তারকেরে কর হরি তাহাতে মকর।।

শ্রীশ্রীলীলামৃত গ্রন্থ রচনার ইতিবৃত্ত

যুগে যুগে করে প্রভু ভূভার হরণ।
দুষ্কৃতি বিনাশ আর ধর্ম সংস্থাপন।।
গৌরাঙ্গের প্রেমবানে ধরা ডুবে যায়।
সেই প্রেম শুষ্ক হ'ল কলির মায়ায়।।
রক্ষিতে ধরার জীবে প্রেম পারাবার।
শ্রীনিবাসরূপে জন্ম লইল খেতর।।
দুরন্ত কলির মায়া প্রকৃতি সহায়ে।
ভাঙ্গিল প্রেমের হাট কু-স্রোত বহা'য়ে।
বারে বারে অবতারে নাহি প্রয়োজন।
শ্রীহরি ঠাকুর তাই পূর্ণ সনাতন।
অনন্ত অশেষ ঢেউ লীলার কাহিনী।
অলক্ষিতে চলে হ'য়ে অন্তর বাহিনী।।
এখন নিগূঢ় লীলা প্রচার কারণে।
প্রভুভক্ত দশরথ ভাবে মনে মনে।।